গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

উত্তর থেকে দক্ষিণ, পুব থেকে পশ্চিম

প্রতিবাদে স্তব্ধ বাংলা

২৭ জানুয়ারি ঃ 'বন্‌ধ ব্যর্থ' সরকারি এই ঘোষণাকে বিদ্রূপ করে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র সুনসান। জি পি ও-র ঘড়িতে তখন বেলা ১টা ২০ মিনিট

২৭ জানুয়ারির বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। সরকার এই বন্‌ধকে 'ব্যর্থ' এবং কিছু সংবাদমাধ্যম বন্‌ধকে 'আংশিক' বা 'ছুটির বন্‌ধ' বলে উল্লেখ করে এর তাৎপর্যকে যতই লঘু করে দেখাবার চেষ্টা করুক, গোটা পশ্চিমবাংলার উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, শহর এবং গ্রামে সর্বত্র ছিল পুরোপুরি বন্‌ধ।

বন্‌ধের চাপে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকার জলকর কিছুটা হলেও কমাতে বাধ্য হয়েছে। সরকার ও কলকাতা করপোরেশন বলেছিল অনেক ভেবেচিন্তেই তারা জলকর বসিয়েছে যার নড়চড় হবেনা। বন্‌ধ-এর পরই ন্যূনতম জলকর ৩০ টাকা থেকে কমিয়ে তারা ১৫ টাকা করবে এবং বস্তিবাসী ও হকারদের উপর চাপানো জলকর পুরোপুরি বাতিল করবে বলে ঘোষণা করেছে। এটি জনগণের উল্লেখযোগ্য জয়।

এই বন্‌ধ আকস্মিকভাবে হঠাৎ করে ডাকা হয়নি। এর পিছনে আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস আছে। গত বছর ১০ জানুয়ারি এই একই দাবিতে, এবার আরও কিছু দাবি যুক্ত হয়েছে, বাংলা বন্‌ধ সফল হয়েছিল। সেই বন্‌ধের ফলে সরকার হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি কিছুটা কমাতে বাধ্য হয়েছিল ; পুরো প্রত্যাহার করেনি। তারপর গত এক বছরে এই দাবিগুলি নিয়ে ২ কোটি মানুষের স্বাক্ষর সহ মহামিছিল হয়েছে, জেলায় জেলায় লাগাতার মিছিল,

শুধুমাত্র মিছিল করার অপরাধে হাজরায় বন্‌ধ সমর্থনকারীদের গ্রেপ্তার

সভা, অবস্থান, বিক্ষোভ হয়েছে। কিন্তু সরকার তাতে ভ্রূক্ষেপ করেনি। বরং মুমূর্ষু জনগণের ওপর নতুন করে বিদ্যুৎ মাশুল, কোর্ট ফি-বৃদ্ধি, জলকর এবং নানা আর্থিক বোঝা চাপিয়েছে। ফলে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি হিসাবে চলমান আন্দোলনের ধারাবাহিকতাতেই এই বন্‌ধ ডাকা হয়েছিল। এই বন্‌ধ ছিল আন্দোলনের বন্‌ধ, দাবি আদায়ের বন্‌ধ, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বন্‌ধ।

তাই সমস্ত প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে, দলীয় মস্তানবাহিনী নামিয়ে, ভয় দেখিয়ে, পুলিশকে ব্যবহার করে, প্রচারমাধ্যমকে কাজে লাগিয়েও এই বন্‌ধ ব্যর্থ করা যায়নি। এই বন্‌ধে বহু সমর্থককে গ্রেপ্তার করে পিকেটিং বা অবরোধের মিথ্যা অভিযোগ দেওয়া হয়েছে। বাস্তব ঘটনা হচ্ছে বন্‌ধের দিন কোন বন্‌ধ সমর্থককে বন্‌ধের পক্ষে প্রচারই করতে দেওয়া হয়নি, রাস্তায় দাঁড়াতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এমনকি ফুটপাত থেকে টেনেহিঁচড়ে প্রিজনভ্যানে তোলা হয়েছে। এবারের বন্‌ধে সবচেয়ে বিপজ্জনক ও নিন্দাজনক ঘটনা, পুলিশকে প্রত্যক্ষভাবে বন্‌ধ ভাঙার কাজে লাগানো হয়েছে। কোন কোন জায়গায় সি পি এম মস্তানবাহিনী তো বটেই

দুয়ের পাতায় দেখুন

জনগণের এই সমর্থন ও আস্থার মর্যাদা আমরা রাখব

— প্রভাস ঘোষ

২৭ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় এস ইউ সি আই রাজ্য দপ্তরে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন ঃ

আজ ২৪ ঘন্টার যে বাংলা বন্‌ধ এস ইউ সি আই ডেকেছে, আমরা বলতে পারি, তা সর্বাত্মক সফল। দার্জিলিং শহর থেকে শুরু করে সুন্দরবন পর্যন্ত গোটা পশ্চিমবঙ্গেই আজ বন্‌ধ সর্বাত্মক সফল হয়েছে। জি এন এল

২৭ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রেস কনফারেন্সে বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে কমরেড রণজিৎ ধর ও কমরেড মানিক মুখার্জী

এফ বিরুদ্ধতা করা সত্ত্বেও দার্জিলিংয়ে বন্‌ধ হয়েছে অভূতপূর্ব।

তিনি বলেন, এই বন্‌ধ একটা রাজনৈতিক মেরুকরণকেও স্পষ্ট করল। বন্‌ধের বিরুদ্ধে ছিল সি পি এম, তৃণমূল, কংগ্রেস ও বিজেপি যারা সরকারি দল হিসাবে পরিচিত। অন্যদিকে জনগণ। সমস্ত স্তরের জনগণ অত্যন্ত আবেগের সাথে এই বন্‌ধকে সমর্থন করেছে এবং নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বন্‌ধ সফল করেছে।

আবার একথাও আমরা বলছি, সরকারি দলগুলোর নিচুস্তরের ব্যাপক কর্মী-সমর্থক বন্‌ধের পক্ষেই ছিল। যে কারণে সি পি এম নেতৃত্ব অনেক চেষ্টা করেও তাদের দলের

দুয়ের পাতায় দেখুন

প্রতিবাদে স্তব্ধ বাংলা

একের পাতার পর

পুলিশ পর্যন্ত বাড়ি থেকে ধরে এনে জোর করে দোকান খুলিয়েছে, '৭৪ সালে রেল ধর্মঘটের সময় কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার মিলিটারি দিয়ে যেমন করে ধর্মঘটী রেলশ্রমিকদের বাড়ি থেকে তুলে এনে পায়ে শিকল বেঁধে ট্রেন চালাতে বাধ্য করেছিল, এবারে সি পি এম সরকারও সেইভাবেই পুলিশ দিয়ে দোকানের তালা খুলিয়ে চাবি নিয়ে চলে গেছে যাতে দোকানদাররা দোকান খোলা রাখতে বাধ্য হয়। এই হচ্ছে সি পি এম সরকারের চরিত্র !

এই সরকার শুধু চরম অগণতান্ত্রিকই নয় — জনতাকে ঠকাবার, বিভ্রান্ত করবার সমস্ত কৌশল তাদের করায়ত্ত। তাই যে কাজ বিদ্যুৎ আইনের ৩৯(২) ধারা বলে তারা এখুনি করতে পারে তা না করে, অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বাড়তি বিদ্যুৎ মাশুল চাপানোর কমিশনের সিদ্ধান্ত বাতিল না করে, জনসাধারণকে তারা হাইকোর্ট দেখাচ্ছে। তারা বলছে, কোন সরকারের পক্ষেই চিরকাল শিক্ষা, চিকিৎসা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ ইত্যাদিতে ভরতুকি দেওয়া সম্ভব নয়। অবৈতনিক শিক্ষা, বিনামূল্যে চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদি স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম দাবি ছিল। দীর্ঘ বছর বামপন্থীরাও বিরোধীপক্ষে থাকাকালীন এই সমস্ত দাবি নিয়ে আন্দোলন করেছে। তাদেরই ডাকে সেই সমস্ত আন্দোলনে কত মানুষ প্রাণ দিয়েছে, কত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কলকাতার রাজপথ কতবার রক্তাক্ত হয়েছে। সেই সমস্ত রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের সংগ্রামী ঐতিহ্যকে পুঁজি করে আজ তারা ক্ষমতায় আসীন। ক্ষমতায় বসার পর আজ অন্যান্য বুর্জোয়া দলের মতই তারাও আচরণ করছে। এ জিনিস পশ্চিমবাংলার মানুষ বেশিদিন মেনে নিতে পারেনা।

বিগত দিনের গৌরবময় সংগ্রামী বামপন্থী ঝান্ডার ঐতিহ্য বহন করে আজ মানুষের কাছে সেই আন্দোলনের আহ্বান নিয়ে এসেছে এস ইউ সি আই। এই আন্দোলন একটা বা দুটো বন্‌ধের মধ্য দিয়েই শেষ হবে না। কারণ, এই ধরনের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক জনবিরোধী একটি সরকারের কাছ থেকে আরও শক্তিশালী আরও দীর্ঘস্থায়ী আরও সংগ্রামী কর্মসূচি ছাড়া সম্পূর্ণ দাবি আদায় কোনমতেই সম্ভব নয়, প্রয়োজনে দাবি পুরোপুরি না মানা পর্যন্ত সরকারি সমস্ত প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধ, বিদ্যুতের বিল বয়কট এবং এই ধরনের অন্যান্য কর্মসূচি থেকে শুরু করে ৪৮ ঘন্টা / ৭২ ঘন্টা বন্‌ধের দিকে যেতে হবে। এই ধরনের কর্মসূচিগুলিকে শুধুমাত্র দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং জনসাধারণের পরোক্ষ সমর্থনের দ্বারা বাস্তবায়িত করা কোনমতেই সম্ভব নয়। একথা ঠিক গত বছর ১০ জানুয়ারির বন্‌ধের থেকেও এবারের বন্‌ধে জনসাধারণের সমর্থন ছিল আরও স্বতঃস্ফূর্ত, আরও গভীর, আরও আন্তরিক। কিন্তু শুধুমাত্র পরোক্ষ বা নৈতিক সমর্থনের জোরে, তা যত ব্যাপকই হোক না কেন, আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব নয়। সরকারের সংগঠিত শক্তিকে মোকাবিলা করে আন্দোলনকে শেষপর্যন্ত সম্পূর্ণ বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতে হলে জনগণের এই সমর্থনকে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সমর্থনে রূপান্তরিত করতে হবে। তাকে সুসংঘবদ্ধ, সংগঠিত রূপ দিতে হবে। গ্রামে গ্রামে, শহরের মহল্লায় মহল্লায়, স্কুল-কলেজে, অফিসে, কারখানায়, কোর্ট-কাছারিতে সর্বত্র আন্দোলনের গণকমিটি গঠন করতে হবে। এই সমস্ত গণকমিটিগুলি আন্দোলন পরিচালনার হাতিয়ার হবে। তারা আন্দোলনের কর্মসূচি আপন আপন এলাকার মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে, জনমত সংগঠিত করবে, সরকারের সমস্ত বিভ্রান্তিমূলক প্রচারের মুখোশ খুলে দিয়ে আন্দোলনের প্রতি জনতাকে দৃঢ়চিত্ত ও অবিচল রাখবে, নেতৃত্বকে পরামর্শ দেবে, নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে আন্দোলনের এক দুর্ভেদ্য শক্তি তৈরি করবে। এর সাথে গড়ে তুলবে আন্দোলনের হাজার হাজার যুব স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী। এইটে করতে পারলেই জনতার যে অপ্রতিরোধ্য শক্তির জন্ম হবে তার সামনে দাঁড়াবার ক্ষমতা কোনদিন কোন অত্যাচারী শক্তিশালী শাসকের পক্ষে সম্ভব হয়নি, আজও হবে না। জনতার দাবি জয়যুক্ত হবেই।

দার্জিলিং

বালুরঘাট

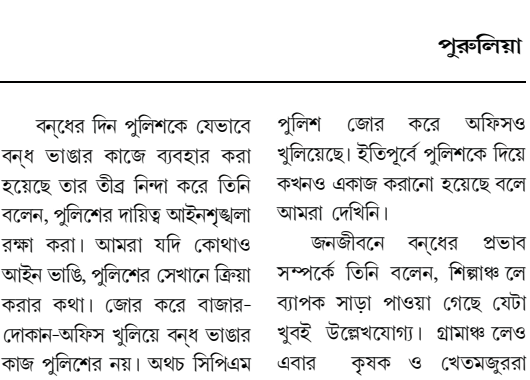

পুরুলিয়া

সমর্থন ও আস্থার মর্যাদা আমরা রাখব

একের পাতার পর

অধিকাংশ কর্মীকে বন্‌ধের বিরুদ্ধে নামাতে পারেনি। এই বন্‌ধকে সফল করার জন্য রাজ্যবাসীকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সরকারি দলগুলোর নিচুতলার কর্মীদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

রাজ্যের জনগণ এই বন্‌ধ সফল করার দ্বারা আন্দোলনের প্রতি এবং আমাদের দলের প্রতি যে বিশ্বাস, আস্থা ও সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন তার মর্যাদা আমরা রক্ষা করব। আমরা লাগাতার আন্দোলন করে যাচ্ছি। এই বন্‌ধের মধ্য দিয়ে জনগণ যে রায় দিলেন তাতে সি পি এম সরকারের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থাকলে, দাবিগুলি মানা উচিত। যদি তারা না মানে তবে এই আন্দোলন চলতে থাকবে।

কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশন ও ফ্লাই ওভার, বেলা ১১টা

বন্‌ধ ব্যর্থ করার ক্ষেত্রে সি পি এমের ভূমিকার প্রসঙ্গে কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, এই বন্‌ধ ব্যর্থ করার জন্য বহু অপপ্রচার সিপিএম নেতৃত্ব করেছে। কর্মীদের নামাতে না পেরে সিপিএম নেতৃত্ব দলের আশ্রিত সমাজবিরোধীদের দিয়ে কলকাতা, শহরতলি ও দূরের জেলাগুলিতেও দোকানদারদের থ্রেট করেছে। রিক্সা-ভ্যান-অটো চালকদের হুমকি দিয়েছে বন্‌ধ করলে রোজগার বন্ধ করে দেবে।

বন্‌ধের দিন পুলিশকে যেভাবে বন্‌ধ ভাঙার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, পুলিশের দায়িত্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। আমরা যদি কোথাও আইন ভাঙি, পুলিশের সেখানে ক্রিয়া করার কথা। জোর করে বাজার-দোকান-অফিস খুলিয়ে বন্‌ধ ভাঙার কাজ পুলিশের নয়। অথচ সিপিএম পুলিশকে দিয়ে সেটাই করিয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় পুলিশ সুপার নিজে গিয়ে শহরের পোস্ট অফিস খুলিয়েছেন, কিছু কর্মচারীকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখিয়ে অফিসে ঢুকিয়েছেন। দক্ষিণ কলকাতার যদুবাবুর বাজারে দোকানদাররা স্বেচ্ছায় বাজার বন্ধ রেখেছিলেন। পুলিশ গিয়ে জোর করে তালা খুলিয়ে চাবি নিয়ে চলে গেছে যাতে দোকানীরা বাজার খোলা রাখতে বাধ্য হন। এরকম বহু জায়গায় পুলিশ জোর করে অফিসও খুলিয়েছে। ইতিপূর্বে পুলিশকে দিয়ে কখনও একাজ করানো হয়েছে বলে আমরা দেখিনি।

জনজীবনে বন্‌ধের প্রভাব সম্পর্কে তিনি বলেন, শিল্পাঞ্চলে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে যেটা খুবই উল্লেখযোগ্য। গ্রামাঞ্চলেও এবার কৃষক ও খেতমজুররা স্বেচ্ছায় কাজ করেনি। নদীপথ ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। খেয়া, লঞ্চ, ভুটভুটি, স্টিমার চলেনি।

প্রভাস ঘোষ বলেন, কিছু বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যম সকালে বন্‌ধ শুরু হতেই প্রচার করল, বন্‌ধের প্রভাব আংশিক, কলকাতায় অনেক দোকান-বাজার খোলা আছে। গোটা রাজ্যের জনগণের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে এটা মেলে না। আমাদের অফিসে তিন জন মানুষ ফোন

সাতের পাতায় দেখুন

প্রতিবাদী ঐতিহ্যে উজ্জ্বল কলকাতা

দক্ষিণ থেকে উত্তর, পশ্চিম থেকে পূর্ব — ২৭ জানুয়ারি ছিল প্রতিবাদে স্তব্ধ, নিঃশব্দে সোচ্চার। মাঝে মাঝে সরকারি বাস ট্রাম সেই স্তব্ধতা ভেঙে সগর্জনে ঘোষণা করেছে সরকার ও প্রশাসনের সদম্ভ উপস্থিতি। জনসাধারণের টাকায় তৈরি সরকারি তহবিল থেকে হাজার হাজার টাকার তেল পুড়িয়ে বাস চালিয়ে বন্‌ধকে চ্যালেঞ্জ করেছে সিপিএম নেতৃত্ব, নীরব উপেক্ষায় তার জবাব দিয়েছেন রাজ্যের মানুষ, তাঁরা বাসে ট্রামে চড়েননি। শাসকদলের ডাকা সরকারি বন্‌ধ যেমন যানবাহন বন্ধ করে দিয়ে জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই প্রশাসনের সাহায্যে সফল হয় — ২৭ জানুয়ারির বন্‌ধ সেভাবে সফল হয়নি। বোমা পটকা ছুঁড়ে, জনতার মধ্যে ত্রাস ছড়িয়ে বন্‌ধ যেভাবে সফল হয় — এ বন্‌ধ সেভাবেও সফল হয়নি। রাজ্যের ব্যাপক মানুষ মনেপ্রাণে চেয়েছেন — এ বন্‌ধ যেন সফল হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রতিবাদী চরিত্রের যে মর্যাদা শাসক সিপিএম ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে, রাজ্যের যুবসমাজ, ছাত্রসমাজ ও বামফ্রন্টের অন্য শরিক দলগুলির এবং সিপিএমের নিচের তলার কর্মীরা অন্তর থেকে চেয়েছেন সেই মর্যাদা ফিরে আসুক। তাঁরা এই বন্‌ধকে সমর্থন করেছেন। তাই হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক।

বেলা সাড়ে দশটা বেজে গেছে। কলকাতার অন্যতম বিপজ্জনক দুর্ঘটনাপ্রবণ স্থান পঞ্চাননতলা, ঢাকুরিয়া ব্রিজ থেকে দুরন্ত গতিতে নেমে আসা গাড়ির তলায় এখানে প্রাণ গিয়েছে কত মানুষের। আজ সেখানে বিপদ নেই, কারণ গাড়ি নেই। পাহাড়ের পিঠের মতো উঠে যাওয়া সেতুর উপর রোদ পিছলে যাচ্ছে, দূরে কুয়াশার হালকা পর্দা ঝুলে আছে। একটু আগেই পেরিয়ে এসেছি হাজরা মোড়, রাসবিহারী মোড়, গড়িয়াহাটা, তার আগে বেহালা, খিদিরপুর, আলিপুর।

শুরু হয়েছিল বেহালা থেকে। বেহালা এখন আর মফঃস্বল নেই। বিশাল পাইকারি বাজার এখন বেহালা। রাত থাকতে আসে মাছের লরি। অন্ধকারেই শুরু হয় জনকোলাহল। আজ নিশ্চুপ। মাছের লরি আসেনি, ক্রেতারাও নয়। পুরনো নতুন দুটো বাজারই বন্ধ। দোকানপাট খোলার এখনও সময় হয়নি। সকাল সাড়ে সাতটা, শীতের কুয়াশা এখনো কাটেনি, কিন্তু রাজনীতির কুয়াশা কাটছে। "বামফ্রন্টের শাসনে গণতন্ত্র অটুট" — সরকারি এই স্লোগানের মান রাখতে গণতন্ত্রের 'রক্ষাকর্তারা' সিপিএমের পতাকা নিয়ে হাজির। তাদের কারো কারো হাতে মোবাইল ফোন। পুলিশ তখনও তৎপর হয়নি। তবে ইতিমধ্যেই পুলিশ ডেকে এস ইউ সি'র এক সংগঠককে তারা গ্রেপ্তার করিয়েছে। অপরাধ ? শাসকদলের হুমকির মুখে তিনি বাজারের ব্যাপারীদের বলভরসা দিতে গিয়েছিলেন। বলতে গিয়েছিলেন — "আমরা আছি, আক্রমণ হলে আগে আমরা সামনে দাঁড়াব"। এতেই গ্রেপ্তার। গণতন্ত্র অবাধ ! কারণ শাসকদলের কোন কাজেই কোন বাধা নেই। নেতৃত্ব তাদের আজ পুলিশের চরের স্তরে টেনে নামিয়েছে।

সকাল ন'টার খিদিরপুর, প্রতিদিন এখানে জ্যাম শুরু হয় সাড়ে সাতটা থেকে। সেন্ট টমাস স্কুলের বাস আর মোটর গাড়ির ভিড়ে বোতলবন্দী হয়ে যায় একবালপুর থেকে খিদিরপুরের রাস্তা। আজ রাস্তা খোলা। সরকারি বাস হু হু করে চলে যাচ্ছে। অল্প দু-চারজন যাত্রী। তারা নামছে-উঠছে না। কারা এরা ? সাতসকালে চলেছে কোথায় ? নামা ওঠার নাম নেই কেন তাদের ? সবটাই অনুমানসাপেক্ষ। দু-চারটে প্রাইভেট বাস, মিনি বাসও চোখে পড়ছে। তাদের চেহারাও একই রকম। খিদিরপুরের বিশাল বাজারে প্রাণচাঞ্চল্য নেই। রাস্তায় মানুষ অত্যন্ত কম। অফিসটাইমের বাসের দুই জানালা ভেদ করে আকাশ দেখা যাচ্ছে। হায় সরকার ! তিনি যেন এক বিড়ম্বিত একঘরে গৃহকর্তা, যিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করে, পাতা পেতে ভোজসভা সাজিয়েছেন, কিন্তু আমন্ত্রিতরা তাকে বয়কট করেছে।

একবালপুর, মোমিনপুরের মোড়ে গণতন্ত্রের সজাগ পাহারাদারিতে মোতায়েন পুলিশ, পাশেই শাসকদলের ঝাণ্ডাধারী বাহিনী। এত ঘেঁষাঘেষি কেন ? বেলা বাড়ছে, কুয়াশা কাটছে রাজনীতির আকাশেও। শাসকদলের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী আর পুলিশ "জনগণের পক্ষে" দাঁড়াতে তৎপর কিন্তু জনগণ তাদের পক্ষে নেই।

কলকাতার ব্যস্ততম এলাকা এসপ্লানেড, বেলা ১০টা

মোমিনপুর-একবালপুরে একাধিক ওষুধের দোকান খোলা থাকায় প্রাণচাঞ্চল্য একটু বেশি। আশপাশে তিনটি সুবিশাল হাসপাতাল। কাজেই পথের মোড়ে কিছু অ্যাম্বুলেন্স, 'হাসপাতাল' বোর্ড লাগানো প্রাইভেট গাড়ি, রাতজাগা রোগীর আত্মীয়-স্বজনের আনাগোনা, একটি চা-ফলফুলুরির দোকান মিলে কিছুটা জমজমাট। দুশো মিটার দূরে, শূন্য চিড়িয়াখানার গেট হাট করে খোলা। এসময়ে বেলভেডিয়ার রোডে গাড়ির মিছিল চলে, শীতের শেষে চিড়িয়াখানার গেটে শিশুর মেলা বসে। আজ কিছুই নেই। সব স্কুল বাস বন্ধ। সকালের রাজপথে রঙিন শিশুদের পরিচিত কলরব নেই। গোপালনগর সুনসান।

হাজরা মোড় থেকে গড়িয়াহাট — অদ্ভুত দৃশ্য। কলকাতা এত নিস্তব্ধ হতে পারে ভাবা যায় না। মাঝে মাঝে ঘড়ঘড়ে আওয়াজে মূর্তিমান লজ্জার মতো চলছে খালি ট্রাম, কখনো একটার পিছনে আর একটা, মোড় ঘুরছে শূন্য উদর বিরাট সরীসৃপের মতো, যাত্রী কখনো মাত্র একজন ! "কি দাদা আজ বিনা পয়সায় নাকি ?" পথচারীর উড়ো বিদ্রূপ গায়ে মাখলেন না কণ্ডাক্টর। রাসবিহারী এভিনিউ যে এত চওড়া তা এদিন না এলে বোঝা যেত না। গড়িয়াহাট পর্যন্ত ফুটপাথের ধারের চায়ের দোকান পর্যন্ত বন্ধ। বন্‌ধের দাবির মধ্যে রয়েছে ট্রেড লাইসেন্স ফি অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিবাদ। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা একটি দোকানও

যাত্রীবিহীন ট্রাম, বিধান সরণী

মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ হেলান দিয়ে বসে আছেন গুমটিতে। জিজ্ঞাসা করতে বললেন — গাড়ি নেই তাই কাজ নেই, কিন্তু ছুটি কই ! দুটো পর্যন্ত এমনি বসে থাকতে হবে। বেলা দশটা পাঁচ, আলিপুর কোর্ট — উকিল মক্কেল কেউ নেই, ভাগ্যগণকরাও গরহাজির। কোর্ট ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে উকিল আর আদালত কর্মচারীদের দীর্ঘ লড়াইয়ে এস ইউ সি আই সাথী ছিল। আজ তাঁরা বন্‌ধ-এর সাথী। সেরেস্তায় টেবিলের ওপর উল্টে রাখা চেয়ার, নামায়নি কেউ। গেটে হাজির পুলিশবাহিনী, ছবি তোলা এখানে চলবে না। ভবানীভবন, পুলিশকোর্ট, খোলেননি। উচ্ছেদবিরোধী লড়াইয়ের সাথী এস ইউ সি আই-এর বন্‌ধে হকাররাও আজ সামিল। তাদের শিকলবাঁধা টুল চৌকি ফুটপাতের রেলিংয়ের সঙ্গে মিলে আছে।

মোমিনপুরে চা খেতে ঢুকেছিলাম এক বন্ধুর বাড়ি। সেখানেই শুনেছিলাম ঢাকুরিয়া থেকে যাদবপুর হয়ে গড়িয়া সমস্ত বন্ধ। প্রাইভেট বাস পর্যন্ত চলছে না একটাও। শুনে আমার আগ্রহ লক্ষ্য করেই হয়ত ফোনের স্পিকার চালু করে দিয়ে বন্ধুবর প্রশ্ন করলেন — "ওটা তো সিপিএমের দুর্গ। ওখানে

চারের পাতায় দেখুন

লেনিন সরণীতে মিছিল থেকে এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে

পুলিশি তৎপরতা আছে, নেই শুধু মানুষ

তিনের পাতার পর

বন্‌ধ কী করে করে দিল এস ইউ সি ?" উত্তর এল একটি শব্দে "ডেডিকেশন"। এ দলের সম্পদ কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় গড়া ডেডিকেটেড আদর্শবান কর্মীর দল। মানুষ এদের ভালোবাসেন। পরিচিত যাঁরা দূরদর্শনে পুলিশ অ্যাকশনের ছবি দেখেছেন রাতে তাঁদের অনেকেই প্রশ্ন করেছেন কমরেডরা কেউ গুরুতর চোট পেয়েছে কিনা। যাদবপুরে পৌঁছতে সাড়ে এগারোটা। এখানে এস ইউ সি'র বেশ কিছু কর্মী ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে জটলা, উত্তেজনা। একজন অধ্যাপককে মেরেছে সিপিএমের বাহিনী। গেট বন্ধ স্টেট ব্যাঙ্কের, বাইরে চলছে গেট খোলাবার জন্য হুমকি। ফেরার পথে দেখেছি গেট বন্ধই আছে। দশটা বাজার পর থেকে সর্বত্রই দেখেছি ব্যাঙ্কের দরজা বন্ধ। আর্থিক লেনদেন হচ্ছে না। মোড়ে মোড়ে গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তাদের সতর্ক নজর। পুলিশের তৎপরতা সবই আছে। নেই শুধু মানুষ। দোকানপাট কিছু কিছু জবরদস্তি খোলানো হয়েছে —খদ্দের নেই। গড়িয়াহাটের নতুন উড়ালপুল, দ্রুতগতি যানের জন্য সংরক্ষিত। আজ তাতে পায়ে হেঁটে ওঠায় বাধা নেই। দক্ষিণাপণ বন্ধ, বন্ধ সরকারি বিপণন কেন্দ্র চর্মজ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, পার্কসার্কাস, মল্লিকবাজার — পার্থক্য নেই কিছু। এন্টালি বাজারটি জোর করে খুলিয়েছিল শাসকদল। এখন তা আবার বন্ধ। বন্ধ নফর কোলে মার্কেট, বৌবাজারের সোনার দোকানের সারি। কলেজ স্ট্রিট হকার্স কর্ণার, বইপাড়া সম্পূর্ণ বন্ধ। কলকারখানায় তালা। স্কুল কলেজ হাসপাতালে তালা দিয়েছে সরকার প্রতিবাদে তালা ঝুলছে দোকানে দোকানে। বন্ধ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, যা আগেকার বন্‌ধে হয়নি।

শ্যামবাজার পাঁচ মাথায় চলছে ফাঁকা বাসট্রামের প্রদর্শনী। সূর্য পশ্চিমে হেলেছে, খালি ট্রামের ভেতর তেরছা আলো ঢুকছে। খোলা জানালাগুলো যেন ব্যঙ্গের হাসি হেসে চলেছে সার বেঁধে। বেলা যত বাড়ছে ততই বাড়ছে শূন্যতা। পুরো বিধান সরণী খাঁ খাঁ করছে। দু পাশে বন্ধ শাটার। ফাঁকা ফুটপাথ। বিধান সরণী আর সার্কুলার রোড দুই রাস্তা, কিন্তু দৃশ্য এক। মিত্রা, উত্তরা, রাধা — সিনেমা হলের ঝাঁপ বন্ধ কেন ? ছুটির বন্‌ধ ? তাহলে হলে ভিড় নেই কেন ? এখানে দর্শক তো বেশিরভাগই পাড়ার লোক। ছুটির বন্‌ধ হলে ম্যাটিনি জমজমাট থাকার কথা। আজ ছবিটা উল্টো। বেলা প্রায় তিনটে। দক্ষিণ থেকে উত্তর, কলকাতা শহরের প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার রাস্তার এই চেহারাই ছিল গোটা পশ্চিমবঙ্গে।

বিড়লাপুর জুট মিল

শ্যামবাজার মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন আজকাল পত্রিকার ফটোগ্রাফার। সদ্য হাজরা মোড়ে এস ইউ সি আই কর্মীদের লাঠিপেটা ও গ্রেপ্তারের ছবি তুলে এখানে এসেছেন, দুরন্ত কিছু ছবির আশায়। কলকাতা শহরের সবচেয়ে জনবহুল, যানবহুল এবং পরিবেশ দূষণের জন্য সুপরিচিত এই পাঁচ মাথার মোড়। আজ জন এবং যান নেই, বাতাসে ধোঁয়া ধূলো খুব কম। গোটা তিনেক পুলিশ জিপ এবং বিশাল বাহিনী। এস ইউ সি আই-এর কেউ পথে নেই এ তল্লাটে। পথে নামতেই গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছে অনেকে। এখানেই দেখা হয়ে গেল আর এক ফটোগ্রাফারের সঙ্গে, বিনিময় হল অভিজ্ঞতার। তিনি ঘুরেছেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে — বললেন বন্‌ধ-এর চেহারা একই রকম সর্বত্র। শিয়ালদহের পর থেকে বেলেঘাটা, কাঁকুড়গাছি, উল্টোডাঙ্গা, দমদম — সিপিএমের 'ডেন' বলে পরিচিত এসব এলাকা অচল করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষ। সি পি এম বিরোধী অন্যান্য পরিষদীয় দল, যারাও সরাসরি বন্‌ধের বিরোধিতা করেছে তাদের সমর্থকেরাও এখানে আছেন, কিন্তু আজ বন্‌ধ জনগণের, তাই দলীয় সমর্থন বাধা হয়নি।

সল্ট লেকে মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের বাস। পরিকল্পিত আবাসন, শহরের অন্য জায়গার মতো জনবসতি ঘিঞ্জি নয়, পথঘাট চওড়া, যানবাহন কম। এমনিতেই ফাঁকা লবণহ্রদ আজ আরও ফাঁকা। বিশেষ কিছু রাস্তা ধরে সরকারি বাস চালানো হচ্ছে। তাঁতের মাকুর মতো সেগুলো যাচ্ছে আসছে, লোক নেই। তুলনায় অন্যদিন জমজমাট থাকে করুণাময়ী বাস স্ট্যাণ্ড, আজ অনেক বেলাতেও তার ঘুম ভাঙেনি। সরকারি অফিস এখানে অনেক, সেচভবন, উন্নয়নভবন, বিদ্যুৎভবন — বাইরে গণতন্ত্ররক্ষীদের সতর্ক প্রহরা। প্রশ্ন করতে জবাব মিলেছে —"হাজিরা স্বাভাবিক"। তবে না, ভেতরে গিয়ে দেখা চলবে না, এমনকি বাইরে থেকে ভবনগুলির ছবি তোলাও নিষেধ। পথচলতি এক কর্মচারী বলেছেন —"অফিস যাচ্ছি। কী করব ! কাছেই থাকি তাই হুকুম হয়েছে হেঁটেই যেতে হবে।" তবে বন্‌ধ তিনি সমর্থন করেন মনেপ্রাণে। পা টেনে টেনে শরীরটা নিয়ে চলেছেন অফিসে।

বড়বাজার, পোস্তা, একেবারে সন্নাটা, ইতিউতি ভ্যানচালক ঠেলা চালকরা শুয়ে আছেন। ব্যবসাকেন্দ্র পুরো বন্ধ। হাওড়া স্টেশনে ভোরে পৌঁছানো দূরপাল্লার গাড়ির যাত্রীদের ভিড়, বাইরে সুনসান। একটি ট্যাক্সি পর্যন্ত চলছে না। টিকিট বাবুর মতে রোজ এতক্ষণে পঞ্চাশ হাজার টিকিট বিক্রি হয়, আজ বেশি হলে হাজার। হাওড়ার শিল্পাঞ্চল এমনিই শ্মশানপ্রায়। তালা ঝুলছে বার্ন স্ট্যাণ্ডার্ড কোম্পানিসহ বহু কারখানার গেটে। উৎপাদন বন্ধ, বন্‌ধ ছাড়াই। এ তালা খোলার দাবিতে হাওড়া শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকরা আজ আসেননি। মঙ্গলাহাট এশিয়ার অন্যতম বড় বাজার। প্রতি সপ্তাহে কোটি কোটি টাকার বেচাকেনা। নামে মঙ্গলবারের হাট হলেও পাইকারি বেচাকেনা হয় সোমবার। আজ সেই দিন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে মুটে মজুর সরকারি আক্রমণে সকলেই জেরবার। বিদ্যুৎ, মাশুল, জলকর, ট্রেড লাইসেন্স ফি সবই বাড়ছে লাফ দিয়ে, তাই বন্‌ধে তারাও সামিল। বলা হয়, আলাউদ্দিন খলজির রাজত্বকালে সরকারি করের চাপে অতিষ্ঠ হাটুরে ব্যবসায়ীরা হাটে তালা দিয়ে এদেশে হরতালের সূচনা করেছিল। আজও হাটে তালা। সরকার এবং "উন্নয়নের" ধামাধরা সংবাদমাধ্যম যতই বলুক "বন্‌ধ করে কী হবে", "বন্‌ধ আত্মঘাতী" ; ইতিহাস বলছে শোষণ অত্যাচার থাকলে প্রতিবাদ থাকবেই, শোষণের সচল যন্ত্রকে মানুষ অচল করবেই। যা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক, তাকে মেনে নেয়নি বলেই মানুষ 'মানুষ' হয়েছে, সভ্যতা গড়েছে। প্রকৃতির প্রতিকূলতা, সামাজিক শোষণ — এই দুয়ের বিরুদ্ধেই তার প্রতিবাদ

পাঁচের পাতায় দেখুন

হাওড়া ব্রিজ

শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়, সকাল ৯টা

যদুবাবুর বাজার

কলকাতা বড়বাজার

বন্‌ধ ঃ জনমন, জনমত

জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ২৭ জানুয়ারির বাংলা বন্‌ধ সর্বাত্মক সফল হয়েছে। জনগণই সবচেয়ে বেশি আনন্দিত এই সাফল্যে। তারই অভিব্যক্তি পাওয়া গেছে জেলায় জেলায় সাধারণ মানুষের বক্তব্যে। অসংখ্য অভিমত এসেছে, এখনও আসছে। স্থানাভাবে সব দেওয়া গেল না।

কোচবিহারের তুফানগঞ্জের অধিবাসী, একদা অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ও বহু আন্দোলনের বর্ষীয়ান নেতা জীবন দে বলেছেন, "মাত্র ২ জন এম এল এ নিয়ে গত কয়েক যুগ কাটিয়ে জনগণকে নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে এস ইউ সি আই-এর সমবেত হওয়াটা নিশ্চয়ই বাদবাকিদের নিকট শিক্ষণীয়। সরকারি ক্ষমতাই যে সব নয়, তা এস ইউ সি আই-এর নেতৃবৃন্দ থেকে সমর্থকগণ দেখিয়ে দিয়ে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করে আশার আলো জ্বালিয়ে নেতৃত্বদানে এগিয়ে আসায় ধন্যবাদ, আন্তরিক ধন্যবাদ।"

উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির ফজলুল হক পেশায় বিড়ি শ্রমিক। বললেন, "হাসপাতালে এখন আর বিনি পয়সায় কোনও চিকিৎসা হয়না। যার টাকা নেই, তাকে মরতে হবে। এস ইউ সি পার্টি গরিবের জন্য লড়ছে, সবাইকার উচিত এস ইউ সি পার্টিকে সমর্থন করা।"

রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার গৃহবধূ ভারতী ইন্দ্র বলেছেন, "যে হারে বিদ্যুতের দাম বাড়তে চলেছে, তাতে আলো-পাখা বন্ধ করে রাখতে হবে। এস ইউ সি আই-কে আরও জোর আন্দোলন করতে হবে।"

এই জেলারই ডাঃ পি কে মিত্র বলেছেন, "আজকের বাংলা বন্‌ধকে আমি সমর্থন করি, এবং আগামীতে এই দাবিগুলি সম্পূর্ণভাবে আদায়ের জন্য যেকোনরকম পদক্ষেপকে আমি সমর্থন করব, এবং সেটা যেন জনগণের সমর্থন পায়, সেদিকেও সচেষ্ট থাকব।"

বহরমপুরের প্রবীণ সাংবাদিক, অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য, বামপন্থী গণআন্দোলনের এক অগ্রগামী সৈনিক প্রাণরঞ্জন চৌধুরীর প্রতিক্রিয়া — "২৭ তারিখের বন্‌ধ নিছক একটা বন্‌ধ নয় — সাধারণ মানুষের দাবিগুলির প্রতিকারের ভাষা। ... পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকেরা বামপন্থী আন্দোলনের ঝান্ডাকে যেখানে বিকিয়ে দিয়ে চলেছেন, সেখানে এস ইউ সি আই সেই ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। ... জনগণের দাবির সংগ্রাম একসময় রাজনৈতিক সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়, এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। নেতৃত্বের এই দায়িত্ব পালন ছাড়া কোন বিকল্প নেই।"

বহরমপুর থানার দেবীদাস-পুরের সুধীর কুমার সাহা। সামান্য চাষের জমি আছে, অন্যের জমিতে মজুরও খাটেন। বললেন, "জমির খাজনা, চাষের কাজে জলকর বাড়িয়েছে সরকার, স্কুলের ফি বাড়াচ্ছে। আমরা বাঁচব কী করে ? এজন্যই তো বন্‌ধ করেছি।"

উত্তর ২৪ পরগণার হাবরায় বন্‌ধের আগের দিন এক অটোচালক বলেছেন, "আমি সিটু ইউনিয়নের সদস্য, কিন্তু ইউনিয়নের মারাত্মক চাপ সত্ত্বেও কাল আমি বন্‌ধ করব। সব দাবিগুলো মানুষের, আমি তাকে অমান্য করতে পারি না।"

বন্‌ধের দিন বরানগরে মিছিল করার সময় এক কর্মীর কানে এল এক দোকানি দোকান খোলা রেখেছেন দেখে বন্ধ দোকানের দোকানদারের কথা, "এস ইউ সি'র ছেলেরা ১ টাকা নিয়ে যে কাগজটা দিচ্ছিল, সেটা পড়লে ও দোকান খোলা রাখতে পারত না।" ডানলপ মোড়ে দেওয়াল লেখার সময় দলের এক কর্মীকে এক প্রবীণ ব্যক্তি নিচু গলায় বললেন, "সকলের সামনে বলিনা, তবে জেনে রাখ, এস ইউ সি-ই একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি।"

উল্টোডাঙায় বন্‌ধের দিন এক পথচারী আর একজনকে বললেন, "সি পি এম বন্‌ধের বিরুদ্ধে মিছিল বের করেছে।" অপর ব্যক্তি বললেন, "করুক না, এস ইউ সি আই আছে আমাদের অন্তরে।"

পুরুলিয়া শহরে মুচির কাজ করেন রমেশ দাস। বলেছেন, "এ জীবনে অনেক দেখলাম — সি পি এম, কংগ্রেস সকলকে দেখেছি। আপনাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কত কষ্ট করছে আমাদের জন্যেই তো, আমরা বন্‌ধ তো করবই।

২৭-এর বন্‌ধকে সি পি এম 'ছুটির দিন' বলেছে শুনে রিক্সা শ্রমিক লতিফ আনসারির বক্তব্য — "ছুটির দিন সি পি এম নেতাদের। গরিবের আবার ছুটি জোটে কবে ? আমাদের জন্য ওদের এত দরদ থাকলে হাসপাতালে পয়সা লাগছে কেন ? আমরাই তো বন্‌ধ করেছি।"

আসানসোল

দুর্গাপুর জি টি রোড ক্রসিং

দুর্গাপুরের ভিড়িঙ্গি'র ভ্যানচালক তেজু সিং বলেছেন, "বন্‌ধের দিন ভ্যান চালাইনি, কষ্ট হয়েছে, আমাদের হাতে তো টাকাপয়সা থাকে না, তবে এ তো সকলের জন্য বন্‌ধ।" বেনাচিতি বাজারের রিক্সা চালক আনন্দ গায়েন বললেন, "একদিনের বন্‌ধ করলে কিছু হবে না, সরকারের কানে জল ঢোকাতে গেলে আরও আরও বন্‌ধ করতে হবে। আমরা গরিব লোক, হাসপাতালে এত টাকা নিচ্ছে, আমরা কোথায় যাবো।" দিনমজুর তানা হাঁসদা বললেন, "অমন কোতুদিন কাজ পাইনা, শুধু শুধু বন্‌ধের দিনের কথা বুললে হবে ? কাজ দিচ্ছে নাই বুলেই তো বন্‌ধ করিছি।" কয়লা শ্রমিক বিমল ভট্টাচার্য বলেছেন, "হ্যাঁ, আমি বন্‌ধ সমর্থন করেই কাল খাদে যাইনি, ... জানেন কি আরও ২৬টি কোলিয়ারি বন্ধ হচ্ছে। ... ইউনিয়নগুলো দালালি করছে, এস ইউ সি একমাত্র লড়ছে।" আর একজন শ্রমিক হামসুখ তিওয়ারি বললেন, "হম কাম করনা চাহা থা, মগর এক পড়চা (হ্যান্ডবিল) মিলা, উসে পড়কর কামমে নহি যানে কা

ছয়ের পাতায় দেখুন

শোষণ অত্যাচার থাকলে প্রতিবাদ থাকবেই

চারের পাতার পর

থেকে সৃষ্টি হয়েছে সংস্কৃতি। তাই প্রতিবাদকে স্তব্ধ করার চেষ্টা আসলে সভ্যতার টুঁটি টিপে ধরা, যা করতে সফল হয়নি কেউই। আজকের কলকাতা, আজকের বাংলা সেই প্রতিবাদী ঐতিহ্যে উজ্জ্বল।

কলকাতা নিউ মার্কেট

বেলা দুটোর মধ্যে সর্বত্র বহু এস ইউ সি আই কর্মী গ্রেপ্তার। রাস্তায় নামার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ তাদের তুলে নিয়েছে। 'দার্জিলিংয়ে বন্‌ধ অভূতপূর্ব' রেডিওর খবর — এসব টুকরো সংবাদ কানে এসেছে পথে। গণদাবী অফিসে পৌঁছাবার পরেই এল ফোন। বাধ্যতামূলক অবসরের কোপে পড়া দাদাস্থানীয় এক কর্মনিষ্ঠ ইঞ্জিনিয়ার ফোনে জানালেন অভিনন্দন। "দেশে এ কী চলছে বলোতো ? আমরা বাঁচব কী করে ? জলকর বসছে ; ইলেকট্রিকের বিল, সরকারি ফ্ল্যাটের ভাড়া তিনগুণ বাড়তে চলেছে অথচ সুদ কমছে প্রতিদিন। এরা ভেবেছে কি ? যা ইচ্ছে তাই করবে ? বন্‌ধ সাকসেসফুল, হান্ড্রেড পার্সেন্ট। এস ইউ সি এই বন্‌ধে একটা ডিস্টিংশন নিয়ে বেরিয়ে এল। তোমাদের পার্টিকে কনগ্র্যাচুলেশন"। পরিচিত আর এক দাদা অভিনন্দন জানিয়ে বললেন, "এখন মানুষ এস ইউ সি আইকেই একমাত্র বামপন্থী দল বলে জানে। তোমরা এগিয়ে যাও। মানুষ তোমাদের সাথে আছে।" কানে তখনও ভাসছে আধ ঘন্টা আগের সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য নেতৃত্বের বক্তব্য — "সমস্ত স্তরের জনগণ অত্যন্ত আবেগের সাথে এই বন্‌ধকে সমর্থন করেছেন এবং নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে সফল করেছেন। এর মর্যাদা আমরা রক্ষা করব।"

বিড়লাপুর ফেরিঘাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

জনমন জনমত

পাঁচের পাতার পর

নির্ণয় লিয়া। সি পি এম জিন্দেগি বরবাদ কর দেগা।"

বাঁকুড়া জেলার কবরডাঙ্গার শান্তনু শেখর মন্ডল, পেশায় সরকারি কর্মচারী। বলেছেন, "কোনরকম জোর জবরদস্তি না থাকা সত্ত্বেও ৮০ শতাংশ সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই প্রমাণ করে, বন্‌ধ সফল। সরকারিভাবে বন্‌ধ ব্যর্থ করার চেষ্টাই প্রমাণ করে, সরকারের প্রতি জনসমর্থন কমছে।" বাঁকুড়া খ্রীস্টান কলেজের ছাত্র শোভন মন্ডল বলেছেন, "দফায় দফায় ফি বাড়ানো অন্যায়। গরিব ছাত্ররা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তীব্র আন্দোলন চাই।"

কৃষ্ণনগর, নদীয়া

"অটো না চালালে আমি খেতে পাব না। কিন্তু হাসপাতালে, শিক্ষায় অনেক ফি বেড়েছে বলে এস ইউ সি বন্‌ধ ডেকেছে। তাই অটো বন্ধ রেখেছি।"

আইনজীবী শ্রীনাথ মুখার্জী বললেন, "শুধুমাত্র বন্‌ধ নয়, দাবি আদায়ের জন্য আরও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।" তিনি আরও বললেন, "এস ইউ সি-ই কেবল যোগ্য নেতৃত্ব দিতে পারে, কারণ মানুষের কাছে এই দলটাই একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য। এই দলটার কর্মীরা সৎ, গদির লোভ নেই।"

পশ্চিম মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের মঙ্গলাশিস জানা, পেশায় মুদির দোকান মালিক। তাঁর বক্তব্য, "যে যাই বলুক, বন্‌ধ সর্বাত্মক হয়েছে। তোমরা যেভাবে খেটেছ, তোমাদেরই অভিনন্দন। আন্দোলনের পরের কর্মসূচিতে আমরাও সাহায্য করব।"

বন্‌ধের খবর দেওয়ার সময় একটি টি ভি চ্যানেলে দেখানো হচ্ছিল যে, বন্‌ধের কোন প্রভাবই নেই, মানুষ নাকি জানেই না কারা কোন ইস্যুতে বন্‌ধ ডেকেছে, কয়েকজন ব্যক্তির ইন্টারভিউ দেখাচ্ছিল। এই খবর দেখে জামবনির পথচারী কালী মাহাত মন্তব্য করলেন, "উরা সিয়ান চালাক বটে। কত যেন ভাইব্‌ছে কুল কিনারা পাছে লায়। সবেই জানে। হামরা জানি মুখ্যু লক, আর উরা জানে নায় শহরে থাকে ? টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছে।" জনৈক পুলিশ অফিসার বন্‌ধের সাফল্যে যেন আনন্দিত। বললেন, "সকলে দেখছে, আমরাও দেখছি বন্‌ধ সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ। তবুও আমাদের রিপোর্ট পাঠাতে হবে জনজীবনে প্রভাব পড়েনি।" ঠেলা চালিয়ে পেট চালান বিশ্বনাথ রায়, তার স্পষ্ট কথা, "বন্‌ধ সবাই পালন করেছে ভয়ে নয়, দাবিগুলির সমর্থনে। সরকারের মানা উচিত, নাহলে তিন দিনের বন্‌ধও পালন করব।"

হুগলি জেলায় শ্রীরামপুর সেন্ট্রাল বিজনেস অর্গানাইজেশনের সম্পাদক অম্বিকা মান্না। নিজে দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। জনৈক সি পি এম কর্মী প্রশ্ন করায় তিনি বলেন, "এতদিন বন্ধ করেছি আপনাদের পেশীশক্তির ভয়ে, এখন করছি এস ইউ সি আই-এর আবেদনে, বিবেকের ডাকে।"

বন্‌ধের প্রচার চালানোর সময়ও কর্মীরা বহু প্রেরণাদায়ক মন্তব্য ও অভিমত পেয়েছেন। হাওড়া স্টেশনের কলকাতা বাসস্ট্যান্ডে দেওয়াল লেখার সময় এক মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক, দলের কর্মীকে বলেন, "আপনাদের দলটা এতদিন একটু চাপা-চাপা ছিল, এবার উঠে এসেছে।"

উত্তরপাড়া রেল স্টেশনের পাশে মাখলা অটো স্ট্যান্ডে সিটু ইউনিয়নভুক্ত অটো চালকরা, এস ইউ সি আই কর্মীদের বন্‌ধের আগের দিন দেখতে পেয়ে জোর করে স্ট্যান্ডে টেনে নিয়ে গিয়ে বলেন, "আপনাদের চিঠি পেয়েছি। লিফলেট দিন। কাল এখানে কোনও অটো চলবে না। সি পি এমের লোকজন এলে আমরা দেখে নেব, কাল এখানেই থাকব, দরকার হলে ডাকবেন।" বেলুড় স্টেশনের রিক্সাচালক শিবু সরকার বললেন, "বন্‌ধ করে যদি কিছু না-ই হয়, তবে প্রাথমিক স্তরে ইংরাজি চালু হল কেন ?"

বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগণা

সংবাদপত্রের পাতায়

"সত্যিকারের বাংলা বন্‌ধ"

—খবরের কাগজ

"সোমবার সত্যিকারের বাংলা বন্‌ধ দেখলেন রাজ্যবাসী। এস ইউ সি'র ডাকা এই বন্‌ধে ছিল না বামফ্রন্টের মতো সরকারি কাঠামো ব্যবহারের সুযোগ। ছিল না প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থন। তা সত্ত্বেও জনস্বার্থ সংক্রান্ত কয়েকটি ইস্যুকে সামনে রেখে সম্পূর্ণ একক উদ্যোগে বাংলা বন্‌ধের ডাক দিয়ে অভূতপূর্ব সাড়া পেল এস ইউ সি। কয়েকদিন আগে তৃণমূল সমর্থিত পি ডি এসের ডাকা বন্‌ধ কার্যত ম্লান হয়ে গেছে এদিনের বন্‌ধের পাশে। ... জনশূন্য মহানগরী ও রাজ্যের ছবি দেখে যে কেউই বুঝে নিয়েছেন যে, মানুষের ইস্যুতে ডাকা বন্‌ধে সাড়া দেন সাধারণ মানুষ।"

"বন্‌ধে জীবনযাত্রা ব্যাহত"

সোমবার এস ইউ সি'র ডাকা বাংলা বন্‌ধে রাজ্যের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়েছে। কলকাতা সহ রাজ্যের সব জেলাতেই অফিস কাছারিতে হাজিরা ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক কম, স্কুল কলেজ বেশিরভাগ বন্ধ ছিল। আদালতে স্বাভাবিক কাজকর্ম হয়নি। বড় দোকানবাজার প্রায় খোলেইনি। ট্রেন চললেও ট্রাম বাস সহ অন্যান্য পরিবহন ছিল খুবই কম। তবে বন্‌ধকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। ... পুলিশ এই দলের মোট ১২০০ সমর্থককে গ্রেপ্তার করে।

এইদিন জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে রাজ্য সরকার নানাভাবে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রচুর পুলিশ নামিয়ে, সরকারি বাস, ট্রাম চালিয়েও জনজীবনকে স্বাভাবিক রাখা যায়নি। কলকাতার মতো জেলাগুলিতেও জনজীবন একইভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গেও ছিল বন্‌ধের একই চিত্র। — *বর্তমান*, ২৮-১-০৩

"রাজপথ যেন মরুভূমি"

সোমবার সকালে কলকাতার বেশিরভাগ রাস্তা ছিল মরুভূমির মত খাঁ খাঁ। না ছিল কোন মানুষ না ছিল কোন পুলিশ পিকেট, বাংলা বন্‌ধের ফলে এই দৃশ্য। — *দি টাইমস অফ ইন্ডিয়া*, ২৮-১-০৩

"বাধ্য হয়ে এসেছি"

সি পি এম ইউনিয়ন জোর করে বাস-ট্রাম চালাতে বাধ্য করলেও কর্মীরা তাঁদের ক্ষোভ গোপন রাখেননি। এক বাস কর্মী বললেন, জনগণ যখন বন্‌ধকে সমর্থন করে, তখন বাস-ট্রাম চললেও তাতে কেউ ওঠেনা। লোকসান করে বাস-ট্রাম চালাতে হয়। — ঐ

'জনসত্তা'র মতে, রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তর বাস, ট্রাম চালালেও ট্যাক্সি ও অটোর সংখ্যা ছিল নগণ্য। রিক্সা চলেনি। অফিস, কলকারখানাতেও কর্মচারীদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। ফলে কাজকর্ম ব্যাহত হয়েছে, কলকাতা শেয়ার বাজার কিছুক্ষণ খোলা ছিল কিন্তু বেচাকেনার পরিমাণ ছিল নগণ্য। স্কুল-কলেজ, দোকান, বাজার ইত্যাদিও বন্ধ ছিল। কলকাতায় সমস্ত বাজার, বড় দোকান বন্ধ ছিল। বেশিরভাগ ব্যাঙ্ক ও আয়কর ভবন খোলা থাকলেও কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল সামান্য। রাইটার্স বিল্ডিংস, নিউ সেক্রেটারিয়েট, সল্ট লেকের সব সরকারি দপ্তরে হাজিরা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কম। অফিস-কাছারিতে যারা এসেছিল তারাও কাজের জন্য আসেনি, উপস্থিতি দর্শানোর জন্যই তাদের আসতে হয়েছিল।

"বাংলা বন্‌ধের ব্যাপক প্রভাব"

দৈনিক বিশ্বমিত্র ঃ এস ইউ সি আই-এর ডাকা ২৪ ঘন্টা বাংলা বন্‌ধের প্রভাব সর্বত্রই লক্ষ্য করা গেছে। রাজ্য সরকারের তরফে যাতায়াত ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার

আটের পাতায় দেখুন

পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক শহরে আইনজীবীরা বলেছেন, "এই বন্‌ধ আমাদেরও বন্‌ধ। কোর্ট ফি-র বিরুদ্ধে আইনজীবীদের আন্দোলনে আপনারা পাশে দাঁড়িয়েছেন।" তমলুক বাজারের এক দোকানি বলেছেন, "এস ইউ সি-র বন্‌ধ মানে দু'হাত তুলে সমর্থন। সি পি এমের চাপ-ভয় না থাকলে দেখতেন দলে দলে মানুষ আপনাদের দলে যোগ দিত।"

আসানসোল শহরে টেম্পো চালান রাজাবাবু। বন্‌ধ নিয়ে বা এবার আরও কী করা উচিত এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন — "বন্‌ধ হলে আমাদের ক্ষতি হয় না, কারণ বন্‌ধ আমাদের জন্য। দাবি আদায় হলে আমাদেরই লাভ। সরকার যদি দাবি না মানে ৪৮ ঘন্টা বন্‌ধ করতে প্রস্তুত।"

জনৈক পথচারী নাম গোপন রাখার অনুরোধ করে বললেন, "আগে সি পি এম করতাম। ওরা গদিতে গিয়ে স্বজনপোষণ করছে, সাধারণ মানুষকে শোষণ করছে। এস ইউ সি আই ঠিকই করছে। কোন সি পি এম কর্মী আমার ওপর বোমচার্জ করলেও আমি কিন্তু সত্য কথাই বলব।"

দিন আনা দিন খাওয়া অটোচালক আফতার খান বললেন,

মালদহ টাউন

আস্থা ও সমর্থনের মর্যাদা আমরা রাখব

দুয়ের পাতার পর

করেছিলেন। বিবাহ অনুষ্ঠান বন্‌ধের বাইরে থাকায় তাঁরা আমাদের কাছে জানতে চান, কোথাও খোলা দোকান-বাজারের খবর আমরা দিতে পারি কিনা। আমরা সন্ধান দিতে পারিনি। ওরাই আমাদের জানান যে, সংবাদমাধ্যমের প্রচার শুনে ওরা সেখানেও ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন কোন্ কোন্ বাজার খোলা আছে ! সেখান থেকে ওঁদের বলা হয়, কোন বাজার দোকান খোলা নেই। অথচ ঐসব সংবাদমাধ্যমের সংবাদেই প্রচার করা হল "বাজার-দোকান খোলা আছে"। এটা কি ঠিক কাজ হয়েছে ? এদিকটা সংবাদমাধ্যমকে আমরা ভেবে দেখতে বলব। আগে সঠিক খবরটা দিন, তারপর নিজস্ব মতামত বলুন। বন্‌ধ করা উচিত কী অনুচিত, সেবিষয়ে মন্তব্য করুন। না হলে জনগণের কাছে তাদের বিশ্বাসযোগ্যতাই নষ্ট হবে বলে আমরা মনে করি।

এ প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, 'কর্মনাশা বন্‌ধ' বলে একটা প্রচার তোলা হচ্ছে। এটা ব্রিটিশ শাসকরা একদিন তুলেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় যখনই সাধারণ ধর্মঘট-হরতাল হত তখনই বলা হত, 'উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে', 'বিশৃঙ্খলা হচ্ছে'। ইদানীং সরকারের স্বার্থে, শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থে একটা কথা ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে —'জনগণই আন্দোলন চায় না', যদিও জনগণ এই প্রচার গ্রহণ করেন না।

তিনি বলেন, এক ধরনের বন্‌ধ আছে পলিটিক্যাল স্টান্টের জন্য, নির্বাচনী স্বার্থে বন্‌ধ। আর একটা জনগণের প্রকৃত দাবি নিয়ে আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে বন্‌ধ। জনগণের জীবনে চূড়ান্ত সর্বনাশ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ ছাঁটাই হচ্ছে, কোটি কোটি বেকার। তিনটি গরিব মেয়ে ধাপায় কাগজ কুড়োতে গিয়ে ময়লার স্তূপে চাপা পড়ে মারা গেল। কী মর্মান্তিক মৃত্যু ! মানুষের দুর্ভোগ কী চরমে পৌঁছেছে ! তার উপর এই সরকারি আক্রমণ। এই অবস্থায় মানুষ বাঁচার জন্য লড়ছে, আন্দোলন চাইছে। ফলে জনগণ কখনই আমাদের বন্‌ধকে কর্মনাশা বন্‌ধ মনে করেননা, লড়াই মনে করেন।

আমাদের বন্‌ধে ভয়ভীতির কোন প্রশ্ন কোনদিনই দেখা দেয়নি। এ পর্যন্ত এস ইউ সি আই-এর ডাকে রাজ্যে ৪টি বন্‌ধ হল, একটি ক্ষেত্রেও কেউ বলতে পারবেন না, আমরা কোথাও বোমা ছুঁড়েছি, ভয় দেখিয়েছি, কোথাও বাধা দিয়েছি। আমরা বলেছি, জনগণ স্বেচ্ছায় বাস-ট্রাম-ট্রেন বয়কট করবেন। আজ কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেন চালিয়েছে, রাজ্য সরকার বাস-ট্রাম চালিয়েছে অন্য দিনের তুলনায় বেশি। যেকোন মানুষ খোলা চোখেই দেখেছেন — বাস-ট্রাম-ট্রেন ছিল ফাঁকা, যাত্রী নেই। এভাবে কত কোটি টাকা রেল 'লস' করল, রাজ্য সরকার নষ্ট করল শুধুমাত্র দেখাবার জন্য এই বন্‌ধ যেন মানুষ সমর্থন করছে না, সবকিছু যেন স্বাভাবিক ! এরপরই সরকার বলবে, ফাণ্ডে টাকা ঘাটতি হচ্ছে।

তিনি বলেন, 'ছুটির বন্‌ধ' কথাটাও ঠিক নয়। একজন দোকানদার, রিক্সা-ভ্যানচালক, সব্জি বিক্রেতা কেন ছুটি নেবে ? তারা তো চাইবে, তাদের জিনিস বিক্রি হোক। তারা কেন বন্‌ধ করছে ? সে কী ছুটি ভোগ করার জন্য ? রাস্তার চায়ের দোকানদার কি ছুটি ভোগ করেছে ? যদুবাবুর বাজারে দোকানদারেরা বাজার বন্ধ রেখেছিল। আমরা কি লাঠি-বোমা নিয়ে সেখানে গিয়েছিলাম জোর করে বন্‌ধ করাতে ? তাহলে বাজার বন্ধ রাখাটা তাদেরই সিদ্ধান্ত। উপরতলার একটা অংশ বলতে পারে, আমরা বন্‌ধে ছুটি ভোগ করব, কিন্তু সাধারণ মানুষ আন্দোলন হিসাবেই স্বেচ্ছায় বন্‌ধ করেছে। জনগণ যেটাকে নিজেদের আন্দোলন বলে গ্রহণ করেন, সেখানে তারা স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন। জনগণ জানেন এবং এটা এখন স্বীকৃত যে, এস ইউ সি আই একমাত্র দল যে ভোটসর্বস্ব গদির রাজনীতি করে না, জনগণের দাবি নিয়ে লড়াই করে। অন্য সমস্ত দল — টিএমসি, কংগ্রেস, বিজেপি — এরা শিল্পপতি বৃহৎ ব্যবসায়ীদের দল, সি পি এমও এখানে সরকারে বসে মালিকশ্রেণীর স্বার্থই দেখছে। এদের রাজনীতি হচ্ছে — ভোট, এম এল এ, এম পি, মন্ত্রীত্ব। এরা চায় যাতে জনগণের দাবিতে কোনও সত্যিকারের লাগাতার আন্দোলন না হয়। তাই দেখুন, মানুষের এত সমস্যা, অথচ এরা কোথাও কোনও আন্দোলনে নেই। এখন পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে ব্রিগেডে লোক ভরানোর প্রতিযোগিতা করছে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, সরকার যদি দাবি না মানে তবে আমরা বিদ্যুতের বাড়তি বিল বয়কটের দিকে যাব, হাসপাতালে বর্ধিত চার্জ, পথ্য চার্জ, বিদ্যায়তনের ফি, কোর্ট ফি, জলকর, জমির খাজনা, মিউটেশন চার্জের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাব। ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের দাবিতে, বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজের দাবিতে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাব। খুন-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, অন্য দলের কর্মীদের খুনের বিরুদ্ধে, বিনা বিচারে আটক রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে, পুলিশকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলনে নামব। বন্‌ধের রায় সরকার না মানলে, আমরা আইন অমান্য আন্দোলনে যাব, পরের ধাপে প্রশাসনিক দপ্তরগুলি অবরোধ করব। এরপর জনগণের মতামত নিয়ে প্রয়োজনে ৪৮ ঘন্টা বন্‌ধের দিকে যাব।

বর্ধমান

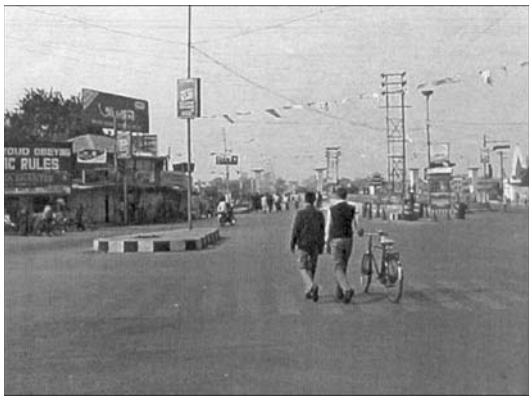

শিলিগুড়ি

কোচবিহার

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

সিউড়ি, বীরভূম

তমলুক, পূর্ব মেদিনীপুর

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ২৫ সংখ্যা ৮

সংবাদপত্রের পাতায়

ছয়ের পাতার পর

সবরকম প্রচেষ্টা ও ট্রেন চলাচল সত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক মানুষ কাজে গিয়েছেন, রাজ্য সরকারের পরিবহন মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী স্বীকার করেছেন, কম সংখ্যক মানুষ কর্মক্ষেত্রে গিয়েছেন।

শিল্পাঞ্চলে বন্‌ধ

হিন্দি দৈনিক সংবাদপত্র '**সন্মার্গে**'র মতে "আজ কল কারখানা এবং জুট মিলের কাজ বন্‌ধে ব্যাহত হয়েছে।"

জানা গেছে উত্তর ২৪ পরগণার একটি ১৩২ কেভি সাবস্টেশনে শিল্প ও সাধারণ গ্রাহকদের সর্বোচ্চ চাহিদার সময় বিদ্যুতের চাহিদা থাকে ১৪৮ অ্যাম্পস। বন্‌ধের দিন চাহিদা ছিল ৮২ অ্যাম্পস।

"১০ জানুয়ারি পি ডি এস'এর বন্‌ধের দিন কলকাতা ও শিল্পাঞ্চলে সকালে বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা কমেছিল ১৩ মেগাওয়াট। এদিনের বন্‌ধে চাহিদা কমে যায় ১২৫ মেগাওয়াট। এই মাপকাঠিতে সোমবারের বন্‌ধ ১০ জানুয়ারির চেয়ে প্রায় ১০ গুণ বেশি সফল।" — *আনন্দবাজার* ২৮-১-০৩

প্রভাত খবর শিল্পাঞ্চলের যে রিপোর্ট দিয়েছে ঃ

কল্যাণী — প্রাইভেট বাস রাস্তায় নামেনি, কিন্তু সরকারি বাস ফাঁকা রাস্তায় কমসংখ্যক যাত্রী নিয়ে ছুটছিল।

কাঁচড়াপাড়া — শহরে কোন প্রাইভেট বাস চলেনি।

আসানসোল — বন্‌ধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বাজার, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক, ডাকঘর ও অন্যান্য সরকারি অফিস সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল, সবরকম যানবাহনই বন্ধ ছিল। আসানসোল বাসস্ট্যান্ড ছিল সুনসান। ব্যক্তিগত গাড়ি চলেছে একটা দুটো।

বার্ণপুর — এখানে বন্‌ধের প্রভাব পড়েছে। প্রাত্যহিক বাজার, মিনি বাজার ও স্টেশন রোড বাজারে বন্‌ধের জন্য ব্যবসায়িক লেনদেন পুরো বন্ধ ছিল। যানবাহন চলেনি। সমস্ত স্কুল বন্ধ ছিল।

রানীগঞ্জ — সি পি এমের ঘাঁটি হওয়া সত্ত্বেও রানীগঞ্জে বন্‌ধের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। শুধুমাত্র গিরিজাপাড়া ও শিশুবাগানে বন্‌ধের মিশ্র প্রভাব দেখা যায়। সালানপুরের অন্তর্গত রূপনারায়ণপুর ও অন্যান্য এলাকায় বন্‌ধের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

"গোটা রাজ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত"

আখবার-ই-মশরিক

"ক্ষমতাসীন বামফ্রন্টের নীতি, শান্তি-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, রাজনৈতিক খুন, জল, বিদ্যুৎ এবং শিক্ষা ও চিকিৎসার ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অপোজিশন পার্টি এস ইউ সি আই-এর ২৪ ঘন্টা 'বাংলা বন্‌ধ'-এর ফলে গোটা পশ্চিমবঙ্গের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক, বাজার, দোকান এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ ছিল। ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং মেট্রো রেল নিয়মমাফিক চলেছে। সরকারি বাস, ট্রাম, লঞ্চ বেশি সংখ্যায় চলেছে ; প্রাইভেট বাস, মিনি বাস, অটো রিক্সা এবং ট্যাক্সি চলেছে কম। ট্রেন ও বাসে যাত্রী ছিল কম।"

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, মুম্বাই

রাজ্য সরকার কর্তৃক বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি এবং কোর্ট ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে ডাকা এই বন্‌ধে এ রাজ্যে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়।

দি হিন্দু, দিল্লি

শান্তিপূর্ণভাবে বন্‌ধ অতিবাহিত হয়েছে। অধিকাংশ মানুষই ঘর থেকে বার হয়নি। কয়েকটি প্রাইভেট বাস চললেও দোকান বাজার, অফিস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ ছিল।

বন্‌ধে হামলা ও গ্রেপ্তার

গ্রেপ্তার

কলকাতা — ১৬৬, উত্তর ২৪ পরগণা — ২২, দক্ষিণ ২৪ পরগণা — ১৬৯, হাওড়া — ৪, হুগলি — ১৬ ও ১১ (গ্রাহক সমিতি), মেদিনীপুর — ১২১, বাঁকুড়া — ৪, পুরুলিয়া — ১৪৩, বীরভূম — ১১৩, নদীয়া — ১৩৮, মুর্শিদাবাদ — ১৯৫, মালদহ — ১৯, দক্ষিণ দিনাজপুর — ২২, উত্তর দিনাজপুর — ২১, দার্জিলিং — ৫১, জলপাইগুড়ি — ১০৪। মোট — ১৩১৯ জন।

রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং কমরেড বিধান চ্যাটার্জীকে যথাক্রমে লেনিন সরণী ও হাজরা মোড় থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

পুলিশের লাঠিচার্জ ও সন্ত্রাস

- **কলকাতার বেহালা, হাজরা, তারাতলায় / উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটায় / হুগলির উত্তরপাড়া, বলরামবাটিতে / মেদিনীপুরের নিমতৌড়ি, কোলাঘাট, দেউলিয়া, রামতারকে / বীরভূমের রাজগ্রামে / নদীয়ার ফুলিয়ায় / মুর্শিদাবাদের ঔরঙ্গাবাদে পুলিশের লাঠিচার্জ।**
- **মেদিনীপুর শহরের পার্টি অফিস সকাল থেকেই পুলিশবাহিনী ঘিরে রেখেছিল।**
- **মুর্শিদাবাদের নবগ্রামে পুলিশ ভয় দেখিয়ে দোকান খোলায়।**
- **জলপাইগুড়িতে পুলিশ সুপার নিজে দাঁড়িয়ে থেকে পোস্ট অফিসের তালা খুলিয়েছেন।**
- **কলকাতার যদুবাবুর বাজার পুলিশ জোর করে খুলে চাবি নিয়ে যাওয়ায় ব্যবসায়ী সমিতি পুলিশের বিরুদ্ধে থানায় ডায়েরি করেছে।**

পুলিশের লাঠচার্জে আহত

কলকাতা — ২২, উত্তর ২৪ পরগণায় — ৭, হুগলিতে — ৯, বীরভূমে — ৩, মেদিনীপুরে — ২০ জন আহত। কলকাতায় ২ জনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

হামলা

সি পি এম দুষ্কৃতীদের হামলায় কলকাতার হাতিবাগান, যাদবপুরে ২ জন / উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ায় ২ জন ও বারাসাতে ৩ জন / মেদিনীপুরের পিংলা, কাঁথি, হেঁড়্যা ও ষড়রঙে ৯ জন গুরুতর আহত।

পুরুলিয়ার আনাড়ায় গুন্ডা লাগিয়ে দোকান খোলার চেষ্টা করে সি পি এম-বিজেপি-তৃণমূল যৌথভাবে।

পিংলা থানার পার্টি সম্পাদক কমরেড চন্ডী হাজরা, ডি এস ও-র উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সভাপতি কমরেড স্বপন মন্ডলের উপর সি পি এমের ভৈরববাহিনী হামলা চালিয়েছে।

সরকার ও মালিকপক্ষের অশুভ আঁতাত ও আক্রমণ এবং ৫ই জানুয়ারি ২০০২ স্বাক্ষরিত কালা চুক্তি বাতিলের দাবিতে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সহ চারটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনের ডাকে

৭ ফেব্রুয়ারি চটশিল্পে ধর্মঘট সফল করুন।

কলকাতা বইমেলায়

গণদাবী

স্টল নং W২৮৬

ডি এস ও-র ষষ্ঠ সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে কমরেড নীহার মুখার্জীর বার্তা

(এস ইউ সি আই-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী বাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত ডি এস ও-র সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে একটি রেকর্ড করা বার্তা পাঠান। ৯ জানুয়ারি বাঙ্গালোরের ন্যাশানাল কলেজ গ্রাউন্ডে সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের পর ১০-১২ জানুয়ারি প্রতিনিধি অধিবেশনে এই ভাষণটি শোনানো হয়। বড় পর্দায় কমরেড নীহার মুখার্জীর ভাষণরত ছবিও তাদের সামনে প্রদর্শিত হয়। সম্মেলনের তিন হাজার ছাত্র প্রতিনিধি গভীর আগ্রহে কমরেড সাধারণ সম্পাদকের বার্তাটি শোনেন। নিচে বার্তাটি প্রকাশ করা হল।)

কমরেড সাধারণ সম্পাদকের বার্তা

কমরেড সভাপতি এবং এ আই ডি এস ও'র ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিগণ !

আপনারা জানেন শিক্ষা সংকোচনের পুরনো ব্যবহৃত পদ্ধতি আজকাল বেশি প্রয়োগ হয় না। বর্তমানে বেসরকারীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও বৃত্তিমুখী শিক্ষা, ডি পি ই পি ইত্যাদির মাধ্যমেই শিক্ষাকে সংকুচিত করা হচ্ছে। শিক্ষা এখন পুরোপুরি পণ্যে পরিণত হয়েছে। শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষের একটি মৌলিক অধিকার — শিক্ষার অধিকারকে ছিনিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর।

কেন শিক্ষার ওপর সরকারের এই আক্রমণ ? কমরেডস্, সরকারের শিক্ষানীতি তার রাজনৈতিক লক্ষ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশ্বপুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই বিশ্বব্যবস্থা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে। ভারতীয় পুঁজিবাদও হচ্ছে। আমার ধারণা, আপনারা সকলেই অল্পবিস্তর সেকথা জানেন। পুঁজিপতিশ্রেণী তার শ্রেণীগত অবস্থানের দরুণই শিক্ষার প্রসারকে ভয় পায়। সেজন্য তারা শিক্ষাকে সংকুচিত করতে, বাস্তবে শিক্ষাকে সংহার করতে সচেষ্ট। একইসঙ্গে আমরা অশ্লীলতা, নেশায় আসক্তি, সাম্প্রদায়িক উগ্রতার দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করছি। এগুলো কি আকস্মিক ? না, সবটাই পরিকল্পিত। এটা একটা ষড়যন্ত্র। বিশেষ করে, ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের নৈতিক মেরুদন্ড ভাঙার এক চক্রান্ত। তাদেরকে অসামাজিক কাজকর্ম ও অনৈতিক জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দেওয়ার, মনুষ্যত্বহীন করার এক ফ্যাসিবাদি অপকৌশল।

পুঁজিবাদে এ ঘটনা ঘটতে বাধ্য। বর্তমানে পুঁজিবাদের দিন শেষ হয়ে গেছে। ব্যবস্থা হিসাবে তা অচল এবং অবক্ষয়ী হয়ে পড়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে সম্পদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার সমস্ত সুফলটিকে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিশ্রেণী আত্মসাৎ করে। সামাজিক উন্নয়নের পরিবর্তে এই শ্রমকে তারা তাদের সর্বোচ্চ ব্যক্তিমুনাফা লোটার স্বার্থে হরণ করে। এইখানেই পুঁজিবাদের মূল দ্বন্দ্ব — যা সমস্ত সংকট ও সামাজিক বৈষম্য অনাচারের উৎস। আমরা বুঝতে পারি বা না পারি, এই দুটি শ্রেণীর মধ্যে তীব্র সংগ্রাম প্রতি মুহূর্তে ঘটে চলেছে। পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের শাসনকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে, আর শ্রমিকরা তাকে উৎখাত করে সমাজকে ও গোটা মানবজাতিকে মুক্ত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির সাথে সমাজের অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর মানুষের মুক্তি জড়িয়ে আছে। এই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটেই শিক্ষার ওপর পুঁজিপতিশ্রেণীর সর্বাত্মক আক্রমণ ও তার বিরুদ্ধে আপনাদের সংগ্রামকে দেখতে হবে। সেই সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে হবে। কেবলমাত্র তাহলেই ছাত্র আন্দোলন সঠিক দিশা পাবে এবং সমাজে তার কার্যকরী প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আপনারা এই কথাগুলি বিবেচনা করবেন এবং সম্মেলনে সেইভাবে আপনাদের কর্মসূচি নির্ধারণ করবেন। এ আই ডি এস ও দীর্ঘজীবী হোক ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক !

ভ্রম সংশোধন

সর্বভারতীয় ছাত্রসম্মেলনে ২২টি প্রদেশ থেকে ছাত্র প্রতিনিধিরা যোগ দেন। গত সংখ্যায় ভুলক্রমে ১১টি প্রদেশ লেখা হওয়ায় আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।

ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net